

# ড্যাডাক্ট্র কাগজ

ইরানের বিরুদ্ধে হুজুগ তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যের আবহাওয়া  
গরম করছে - বদরুদ্দীন উমর

বিশ্বে পারমাণবিক বোমার সব থেকে বড় মজুদদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স, সেই সঙ্গে জার্মানি এখন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছে। এর আপাত কারণ হচ্ছে দুই বছরের বিরতির পর ইরান আবার তার পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইরানের বক্তব্য অনুযায়ী বোমা তৈরি তাদের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো, পারমাণবিক শক্তি থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন।

অনেক দেশই পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গবেষণা করছে। এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদিতও হচ্ছে। ইরানের এই চেষ্টার মধ্যে দোষের কিছু নেই। যদিও তাদের তেলের মজুদ যথেষ্ট, তারা বিশ্বের চতুর্থ তেল রফতানিকারক দেশ। তবু একথা জানা যে, তেল এমন এক জিনিস যা বিশাল মজুদ সত্ত্বেও কোনও দেশেই অশেষ নয়। এ সম্পদ অদূর ভবিষ্যতেই শেষ হবে এবং তখন জ্বালানি সংকট মোকাবেলার জন্য অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এই অন্য ব্যবস্থার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন। ইরানের বক্তব্য অনুযায়ী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তারা পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই ব্যবস্থাই করছে।

আপাতদৃষ্টিতে একটি দেশের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে অন্য দেশের আদাজল খেয়ে বিরোধিতার কারণ না থাকলেও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এখন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলছে তা মিথ্যা। তাদের আসল উদ্দেশ্য পারমাণবিক বোমা তৈরি। এজন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির (আইএইএ) মাধ্যমে তারা ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার নিয়মিত পরিদর্শন করিয়ে এসেছে, কিন্তু এসব পরিদর্শনের মাধ্যমে ইরান কর্তৃক বোমা তৈরির কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার তিন প্রধান ইউরোপীয় মিত্র ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা তৈরির ভিত্তিহীন অভিযোগ করেই যাচ্ছে এবং তাদের এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইরানের সব পারমাণবিক গবেষণা কর্মসূচি স্থগিত করার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যখন অন্য দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ও সামরিক হামলার প্রয়োজন হয় তখন যে অভিযোগের ভিত্তিতে তারা এ কাজ করতে চায় তার কোনও প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন তাদের হয় না। তারা যে অন্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে এটাই যথেষ্ট। এটা সম্ভ্রুতি আফগানিস্তান এবং ইরাকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। প্রমাণের প্রয়োজন নেই, অভিযোগই যথেষ্ট, এই অনুযায়ী ওসামা বিন লাদেন যে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান বোমা হামলা চালিয়েছিলেন তার কোনও প্রমাণ উপস্থিত না করেই বা করতে না পেরেও, তারা অফগানিস্তানে সামরিক হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করেছিল। ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই অভিযোগ আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের কোনও সংস্থাই প্রমাণ করতে না পারলেও তারা

তাদের অভিযোগের ভিত্তিতেই ইরাক আক্রমণ করে সেখানে নিজেদের ঔপনিবেশিক ধরনের এক শাসন কায়েম করেছে। পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত অবস্থায় অনেক অনুসন্ধানের পর তাদের অভিযোগের উল্টো ব্যাপারটাই প্রমাণিত হয়েছে। তাদের নিজেদের পরিদর্শকরাই ঘোষণা করেছে যে, ইরাকের কাছে কোনও গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। এই সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অজানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরাক আক্রমণের অজুহাত খাড়া করার জন্যই তারা সাদ্দাম হোসেনকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদদার হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ তারা এত বেপরোয়াভাবে সারা দুনিয়া জুড়ে উদ্ধার করে যাতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তারা লজ্জা বোধ করে না। তারা এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে না, উপরন্তু ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তারা এটাই দেখাতে চায় যে, তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার অধিকার তাদের আছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকে তারা এই দুর্বৃত্তসুলভ কাজ করে সাফল্য অর্জন করে, এখন একই কৌশলে সিরিয়া এবং ইরান আক্রমণের পায়তারা করছে। তারা লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হারিরির হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরিয়া ও তার প্রেসিডেন্ট আসাদকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে অনেক হুমকি দিচ্ছে। সিরিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ থেকে সে দেশটির ওপর সামরিক হামলার সম্ভাবনার কথাও তারা বলছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনও তদন্তের মাধ্যমে হারিরির হত্যাকাণ্ডে সিরিয়ার সংশ্লিষ্টতার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিরিয়া এবং ইরান এখন মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের দুই অবাধ্য রাষ্ট্র হওয়ায় এখন তারা পরমাণু বোমা তৈরির অভিযোগ তুলে প্রতিদিনই ইরানের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ১৯৭৯ সালে খোমেনির দল ক্ষমতা দখলের পর শুরু হয়নি। এটা শুরু হয়েছিল রেজা শাহ পাহলেভীর শাসন আমলে ১৯৫৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাদেরকে প্রথম রিএ্যাক্টর সরবরাহ করেছিল যার কাজ শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ কাজ করেছিল এ কারণে যে, ওই সময় ইরান ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের পরই তাদের নিকটতম মিত্র। এই মিত্রকে বড়ো আকারে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য তারা সেখানে রেজা শাহকে প্ররোচিত করেছিল শত শত কোটি ডলারের যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য এবং পরম অনুগত মিত্রের মতো ইরান তাই করেছিল। ১৯৮৯ সালে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পর মার্কিনসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা ইরানকে নিরস্ত্র করার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। পারমাণবিক বোমা তৈরির অভিযোগ এনে তারা ইরানের পারমাণবিক গবেষণা পর্যন্ত বন্ধ করার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছে।

যদি ধরে নেওয়া যায় ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাতে মার্কিনসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? একথা ঠিক যে, পারমাণবিক বোমা তৈরির কর্মসূচি কোনও দেশের জন্যই ভালো কাজ নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিজেরাই অন্যদেরকে বাধ্য করছে এই কর্মসূচি নিতে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করেছিল অন্য অনেক জরুরি খাত থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে এটম বোমা তৈরি করতে। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত মিল কারখানাসহ অনেক কিছুই নতুনভাবে তৈরি করতে এবং জনগণের প্রয়োজনে সম্পদের যথাসাধ্য ব্যবহার নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে এটম বোমা তৈরিসহ নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছিল তার কোনও তাগিদ সোভিয়েত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। এই তাগিদ পুরোপুরিভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক হুমকির দ্বারা।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ৬ এবং ৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর এটম বোমা নিক্ষেপ করেছিল তখন সেই আক্রমণের লক্ষ্য জাপান যতখানি ছিল তার থেকে অনেক বেশি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন বস্তুত শেষ হয়েই এসেছিল। ১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানির পরাজয় হয়েছিল। জাপান দাঁড়িয়েছিল আগস্ট মাসের দিকেই আত্মসমর্পণের মুখোমুখি। সেই অবস্থায় যুদ্ধ জয়ের জন্য এটম বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যার মতো ক্রিমিনাল কাজের প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ছিল না। এই আক্রমণের একটা উদ্দেশ্য পাল হার্বারে জাপান কর্তৃক অতিক্রান্ত মার্কিন নৌঘাটি আক্রমণ ও ধ্বংস করার প্রতিশোধ হলেও, অন্য মূল উদ্দেশ্যের তুলনায় এটা ছিল গৌণ ব্যাপার। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের হাতে এটম বোমার মতো শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র আছে এবং এটা হিসাব করেই তাদেরকে চলতে হবে। এই হুমকির মুখে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কাজেই তারা বাধ্য হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য এটম বোমা কর্মসূচি হাতে নিতে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা এই বোমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

একইভাবে এখন ইরাক যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হুমকি মোকাবেলার জন্য পারমাণবিক বোমা তৈরির কর্মসূচি হাতে নেয় তাতে দোষের কী আছে? বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থের সব থেকে বড় পাহারাদার ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ইসরাইল যেখানে ইতিমধ্যেই শুধু পারমাণবিক বোমা তৈরি করে বড়ো আকারে মজুদ করেছে তাই নয়, তারা বোমা নিক্ষেপের প্রযুক্তিরও ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে সেখানে ইরান নিজের স্বার্থে কেন বোমা তৈরি করবে না?

এক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করার বিষয় তা হলো, ইসরাইল কর্তৃক পারমাণবিক বোমা তৈরি ও মজুদ রাখার ব্যাপারটি কোনও গোপন ব্যাপার না হলেও ইসরাইলের পারমাণবিক কর্মসূচি পরিদর্শনের কোনও ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নেই। এই সংস্থার প্রধান আল বারাদি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পরিদর্শনের জন্য যে ব্যস্ততা দেখান, সে ব্যস্ততা যে ইসরাইল ইতিমধ্যেই বোমা তৈরি করে মজুদ রেখেছে এবং পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তার ব্যাপারে নেই। উপরন্তু নিজেরা গণবিধ্বংসী পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইসরাইলের বর্তমান অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ইরানকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যে, তাকে ইসরাইল কোনওক্রমেই পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে দেবে না। কেন দেবে না? ইসরাইল কে? তাকে এই হুমকি দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? এই হুমকি দেওয়ার জোর ইসরাইল পায় কোথা থেকে? বলাই বাহুল্য, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাঠিয়াল হিসেবেই তারা একটি ফ্যাসিস্ট দুষ্ট শক্তি হিসেবে এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলছে।

ইসরাইলের ক্ষেত্রে যা সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য। এই সমস্ত দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির কোনও পরিদর্শন নেই কেন? কেন আন্তর্জাতিক শক্তি এজেন্সি এর ব্যবস্থা করে না? করে না এ কারণে যে জাতিসংঘের এই ধরনের এজেন্সি হলো সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোলাম।

ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার তিন প্রধান ইউরোপীয় মিত্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া ও চীনের সমর্থন লাভের জোর চেপ্টা চালাচ্ছে। অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে এই দু'সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনও অসুবিধা ছিল না যদি এর মধ্যে তাদের কোনও ক্ষতির হিসাব না থাকতো। রাশিয়া ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে একশ' কোটি ডলার কারবারি স্বার্থে আগে থেকেই জড়িয়ে আছে এবং চীন তার বর্তমান জ্বালানি চাহিদার পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রয়োজনের ১২% তেল ইরান থেকে আমদানি করে। কাজেই এ দু'রাষ্ট্রের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইরানের মামলা জাতিসংঘে নিয়ে যাওয়া অথবা তার বিরুদ্ধে অবরোধ ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ একেবারেই সহজ নয়, মনে হয় সম্ভবও নয়। তাছাড়া বর্তমান জ্বালানি সঙ্কট ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির মুখে ইরানকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি সারা বিশ্ব জুড়েই জ্বালানি সঙ্কটকে বিপজ্জনক পর্যায়ে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতেই ইরান ও সিরিয়াকে জড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যের আবহাওয়া গরম করছে।

২২.০১.০৬

[http://www.ajkerkagoj.com/2006/Jan25/khola\\_hawa.html#1](http://www.ajkerkagoj.com/2006/Jan25/khola_hawa.html#1)